ছাগল ভেড়ার একথাইমা (Ecthyma) রোগ

ডা: মনোজিৎ কুমার সরকার

একথাইমা ছাগল ভেড়ার ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। প্রাথমিকভাবে এ রোগ ছাগল ভেড়ার ঠোঁটে আক্রমণ করে। সমস্ত পৃথিবীতে একথাইমা রোগের বিস্তার দেখা যায়। গ্রীষ্মের শেষে বৃষ্টির পর ও শীতকালে প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যায়। যুব ও প্রাপ্ত বয়সের ছাগল-ভেড়া বেশি আক্রান্ত হয়। প্রাকৃতিকভাবে এ রোগে আক্রান্ত প্রাণী সুস্থ হওয়ার পর এ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠে না।

মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কুকুর এ রোগে আক্রান্ত মৃত প্রাণী খেয়ে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য রয়েছে। গরুর বাটে ক্ষত লক্ষণ তৈরি করে। বাংলাদেশে ছাগল ভেড়া এ রোগে আক্রান্ত হয়।

Etiology (রোগ তথ্য)

একথাইমা ভাইরাস দ্বারা এ রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে। সংস্পর্শ, জড়বস্তু ও বাহক পতঙ্গের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। এ ভাইরাস শুষ্কতা প্রতিরোধী, শুষ্ক মামড়ী (crusts) থেকে ১২-১৫ বৎসর পরও এ ভাইরাস পুনরুদ্ধার করা গেছে। জবাই করা অসুস্থ ছাগল ভেড়া থেকেও এ রোগ ছড়ায়।

এ রোগে আক্রান্তের হার ৯০%, মৃত্যুর হার ১৫% তবে কখনও মৃত্যুর হার ২৫-৭৫% পর্যন্ত হতে পারে। শ্বাসতন্ত্র আক্রান্তের ফলেই বেশি মারা যায়। ৩-৬ মাস বয়সের ছাগল ভেড়া বেশি আক্রান্ত হয়। অনেক সময় ভাইরাসটি সুস্থ অবস্থায় ছাগলের দেহে থাকে, শারীরিক দুর্বলতায় রোগ লক্ষণ প্রকাশ করে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের গর্ভপাত অনিবার্য। অসুস্থ প্রাণীকে নাড়াচাড়া, দুধ দোহন করা এবং টিকা প্রদানের সময় মানুষ সংক্রামিত হয়। মামড়ী (Scabs) দীর্ঘদিন পর্যন্ত রোগ ছড়ায়।

রোগ লক্ষণ (Clinical findings)

প্রাথমিকভাবে ঠোঁটে, নাকের চারপাশে (Muzzle) ও নাসারন্ধ্রে কাল দাঁতের মত পুরু ক্ষতের সৃষ্টি করে। কখনোও মুখ গহ্বরে, পায়ের ক্ষুরের মাঝখানে, ক্ষুরের চারপার্শ্বে চর্মপ্রদাহ সৃষ্টি করে। মুখ গহ্বর ও মাড়ীতে প্রথমে ফোসকা পরে কাল ঘা তৈরি করে।

অনেকগুলি ক্ষত এক সঙ্গে হয়ে বড় কাল মামড়ী তৈরি করে। দাঁতের মত কাল ঘা গুলি কখনও বাদামের আকৃতি ধারণ করে। ঠোঁটের কোনায় কানে এবং চোখের পাতায় তরল নিঃসরণ হতে থাকে। ম্যালিগন্যান্ট রূপে হলে মুখের ভিতরে ও চোয়ালে ফুল কপির মত টিউমার দেখা যায়। সংক্রমণের প্রথম দিকে প্রাণী খেতে পারে না, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। পায়ের ক্ষুর অনেক সময় ঘসে পড়ে যায়। হাঁটার সময় খোঁড়াবে। ওলানে সংক্রামিত হলে সেখানে থেকে ওলান প্রদাহ রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

ব্যাতিক্রমিভাবে কান, মলদ্বারের কারপাশ, ভালভা, প্রিপিউস, গ্যাসট্রোইনটেস্টাইনাল ট্রাক্ট সংক্রামিত হতে পারে।

এ রোগের মেয়াদ কাল ১-৪ সপ্তাহ, এ সময়ের মধ্যে মামড়ী খসে পড়ে যায় ও ক্ষত শুকিয়ে যায়।

চিকিৎসা

১। মামড়ী তুলে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এন্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে।

২। এনডেমিক এলাকায় আক্রান্ত ছাগল ভেড়ার মুখের ক্ষতে যথাযথ মানের রিপেলেন্ট এবং লাভিসাইডস্ লাগাতে হবে।

৩। এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন মাত্রামত প্রয়োগ করতে হবে।

৪। এন্টিহিস্টামিনিক ট্যাবলেট সেবন করাতে হবে।

৫। জিংক সিরাপ খাওয়ানো যেতে পারে।

৬। নরম ও রুচিকর খাদ্য খাওয়াতে হবে।

৭। অসুস্থ ছাগল-ভেড়াকে আলাদা রাখতে হবে। বিশ্রাম দিতে হবে।

৮। স্থানীয় রেজিস্টার্ড প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধ

১। ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে টিকা দিতে হবে। এ রোগে আমেরিকায় টিকা প্রয়োগ করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

২। এ ভাইরাস মানুষকে সংক্রামিত করে। বিশেষ করে মানুষের মুখে ও হাতে ক্ষত তৈরি করে। কখনও কখনও শরীরের অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করে ও পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দেয়। এ কারণে ভেড়া পালনকারী ও ভেটেরিনারিয়ানদের উন্নত প্রতিরোধ (Protective Precautions) ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হবে। মানুষের কাছ থেকে এ ভাইরাস ভেড়াকে আক্রান্ত করে।

তথ্যসূত্র

১। The Merck vet. Manual.

২। ছাগল পালন ম্যানুয়েল, ডিএলএস

৩। Vet. medicine Dc. Blood.

ডা: মনোজিৎ কুমার সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
মোবাইল: ০১৭১৫২৭১০২৬